57

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 14 1999
পৃষ্ঠা ৯২ কলাম ৩

দলীয় সাংসদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না যাতে বিরোধী দল সুযোগ পেয়ে যায়

কাগজ প্রতিবেদক : প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলের সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাজেট নিয়ে বিরোধী দল যে সমস্ত অভিযোগ করবে তা যুক্তিতর্ক দিয়ে খণ্ডন করতে হবে। সাংসদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এমন কোনো বক্তব্য দেবেন না যাতে করে বিরোধী দল সরকারকে ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে যায়।'

গতকাল রোববার বিকালে সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভায় সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। সভায় বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলের বক্তব্য-বিবৃতির জবাবে সরকারি দলের কৌশল কী হবে তা নির্ধারণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের এ সম্পর্কিত একটি দিকনির্দেশনাও দেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট পাস হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। বাজেট দেওয়ার আগে সাধারণ জনগণের কথা বিবেচনা করেই তা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো বাজেট সম্পর্কে সম্যক ধারণা না নিয়েই সমালোচনা শুরু করেছে। এ জন্য তাদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, অন্যান্য সময় বাজেট পেশ হওয়ার পরপরই বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যায়, কিন্তু এবার তা হয়নি। এরপরও যদি তারা উল্টাপাল্টা বক্তব্য দেয় তা হলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তিনি দলীয় সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, সংসদ অধিবেশনে আলোচনার সময় বাজেটের কোনো দিক না বুঝলে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝে নেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আগে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাজেটে দারিদ্র্যবিমোচন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্পায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় কয়েকজন সাংসদ আমদানিকৃত বইয়ের ওপর ধার্যকৃত শুল্ক ও ডাক্তারদের পেশাগত সেবার ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বড়ো বড়ো ডাক্তারদের কাছে দরিদ্র লোকজন যায় না। এতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী তার দলের সাংসদদের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, বিরোধী দল কি ধরনের সুপারিশ করে তা দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাংসদ না হয়েও সভায় উপস্থিত থেকে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ২ শতাংশ দাবি করে বলেন, যারা এর সমালোচনা করে তারা প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয়ের পদ্ধতিই জানে না। তিনি বলেন, প্রয়োজনে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তার বক্তব্য যে সঠিক তা প্রমাণ করবেন।

জানা গেছে, সভায় বিভিন্ন সাংসদ তাদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর সমালোচনা করেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা চেয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সাংসদ শামীম ওসমান কোনো কোনো মন্ত্রী নিজ নিজ এলাকায় আওয়ামী লীগকে 'ডিস্টার্ব' করছে বলে অভিযোগ করেন।